গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
Prevention of Violence and Harmful Practices Against Children and Women in Bangladesh (PVHP)' প্রকল্প
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, দোয়েল চত্বর সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

এক নজরে PVHP প্রকল্প

১. পটভুমি

বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর প্রায় এক বিলিয়ন শিশু অর্থাৎ ২ থেকে ১৭ বছর বয়সী অর্ধেকেরও বেশি শিশু মানসিক, শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়। এই সহিংসতা ঘর, স্কুল, সমাজ, কর্মক্ষেত্র, অনলাইন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘটে থাকে। বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষক, সহপাঠী বা অপরিচিত কেউ সবাই কোনো না কোনো ভাবে এই সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর প্রভাব শুধু শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নয়, পরিবার ও সমাজের ওপরও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাপী নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি এবং জোরপূর্বক স্থানান্তরের সময় শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা আরও বেড়ে যায়। এ সময়ে আর্থিক অনিশ্চয়তা, বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক চাপ শিশু ও পরিবারগুলোর দুরবস্থা আরও বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো এবং ইউনিসেফ কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা অনুযায়ী (Multiple Indicator Cluster Survey 2019), দেশে প্রায় ৮৯ শতাংশ শিশু শারীরিক বা মানসিক সহিংসতার শিকার হয়। যদিও সংবিধান বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে, তারপরও শিশুদের অধিকার রক্ষায় আরও কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

এই প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশে শিশু ও নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতা ও ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা রোধে একটি ব্যাপক ও সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ইউসিনেফের আর্থিক সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় "Prevention of Violence and Harmful Practices against Children and Women in Bangladesh (PVHP) প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি শিশু ও নারীদের জন্য একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সহনশীল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে।

২. প্রকল্পের নামঃ

Prevention of Violence and Harmful Practices against Children and Women in Bangladesh (PVHP) প্রকল্প ।

৩. উন্নয়ন সহযোগীর নামঃ

ইউনিসেফ বাংলাদেশ

৪. প্রকল্পের মেয়াদঃ

এপ্রিল ২০২৫ – মার্চ ২০২৯

৫. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. লক্ষ্য :

বাংলাদেশের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সহিংসতা ও ক্ষতিকর প্রথা থেকে সুরক্ষা প্রদান করে তাদের জন্য একটি টেকসই ও নিরাপদ সুরক্ষামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

খ. উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা এবং ক্ষতিকর আচরণ প্রতিরোধে জন্য কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

গ. বিশেষ উদ্দেশ্য সমুহ:

CamScanner

- **সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ:** সেবা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ক্ষতিকর প্রথার বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপকে উৎসাহিত করার জন্য শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাব সহ সমাজভিত্তিক সুরক্ষা কাঠামো তৈরি ও পরিচালনা করা।
- **অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** সরকারি কর্মকর্তা, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর, পিয়ার লিডার এবং স্থানীয় অংশীজনদের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান এবং সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে সহিংসতা ও ক্ষতিকর চর্চা শনাক্তকরণ, প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিরোধের ক্ষমতা তৈরি করা।
- **সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তন প্রচার:** বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধে সমাজ ভিত্তিক সংলাপ, সচেতনতা ক্যাম্পেইন এবং সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের কার্যক্রম পরিচালনা করে লিঙ্গ সমতা ও শিশু অধিকারকে উৎসাহিত করা।
- **কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:** কিশোর-কিশোরীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্ল্যাটফর্ম সরবরাহের মাধ্যমে তাদের পরিবর্তনের দূত (Agent of Change) হিসেবে গড়ে তোলা, যেন তারা নিজেদের অধিকার রক্ষা এবং কমিউনিটিতে সহিংসতা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে।
- **রেফারেল ও সহায়ক পরিষেবা শক্তিশালীকরণ:** সহিংসতার শিকার শিশু ও নারীদের মানসিক সহায়তা, আইনগত সহায়তা এবং অন্যান্য জরুরি পরিষেবার সাথে সংযুক্ত করার জন্য রেফারেল পাথওয়ে তৈরি ও শক্তিশালী করা।
- **স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততা:** স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, ধর্মীয় নেতা এবং কমিউনিটি প্রভাবকদের সাথে অংশীদারিত্ব তৈরি করে ক্ষতিকর চর্চা প্রতিরোধ এবং সুরক্ষামূলক আচরণ প্রচারের ভূমিকা জোরদার করা।
- **টেকসই সামাজিক মালিকানা নিশ্চিত করা:** স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধ গড়ে তুলে সমাজকে শিশু সুরক্ষা কাঠামোর মালিকানা নিতে উৎসাহিত করা, যাতে এটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয়।
- **নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থা উন্নত করা:** সহিংসতা প্রতিরোধে অগ্রগতি ট্র্যাক করা, ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী মনিটরিং ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা তৈরি করা।
- **আইনি ও নীতিগত অ্যাডভোকেসি পরিচালনা:** বিদ্যমান শিশু সুরক্ষা আইন কার্যকর করা এবং আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ফাঁকফোকর পূরণে নীতিগত সংস্কারের পক্ষে অ্যাডভোকেসি করা, যাতে শিশু ও নারীদের আরও ভালো সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।
- **জরুরি অবস্থায় শিশু সুরক্ষা সংহত করা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বাস্তুচ্যুতির মতো সংকটের সময় শিশু ও নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজ-নেতৃত্বাধীন শিশু সুরক্ষা কাঠামো শক্তিশালী করা।

৬. প্রকল্প অর্থায়নঃ

(ক) অর্থায়নের উৎস ও ধরন:

- বাংলাদেশ সরকারের এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার যৌথ অনুদান ।

(খ) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নাম:

- ইউনিসেফ, বাংলাদেশ।

(গ) মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়):

	পরিমাণ	**শতকরা হার**
(ক) মোট	১৭০৩৪.৪৬ (একশত সত্তর কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার)	১০০%
(খ) জিওবি অর্থায়ন	৩৯৯৯.৫৯ (উনচল্লিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ উনশাট হাজার)	২৩.৪৮%
(গ) বৈদেশিক অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	মোট ১৩০৩৪.৮৭ (একশত ত্রিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার)	৭৬.৫২%

CamScanner

৭. প্রকল্প এলাকা:

প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৪৯৫ উপজেলা এবং ১২ সিটি কর্পোরেশন।

৮. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

মূল কার্যক্রমঃ

- ৪ বছরে ২,৫০০ শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাব স্থাপন ও পরিচালনা করা;
- নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা এবং ক্ষতিকর আচরণ প্রতিরোধে শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাবে এই বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা;
- শিশুদের বিকাশে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কাযক্রম (হস্তশিল্প, কমিউনিটি আর্ট, পথ নাটক)
- জীবন দক্ষতা এবং মনোসামাজিক সহায়তা (MHPSS) প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন;
- অনিবন্ধিত শিশুদের জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি;
- শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম, শারীরিক শাস্তি, শিশুর প্রতি নির্যাতন, শোষণ এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে এবং অন্যান্য নেতিবাচক প্রথার প্রভাব সম্পর্কে জনগোষ্ঠির সচেতনতা বৃদ্ধি;
- ইতিবাচক সন্তান লালন-পালন বিষয়ে পিতামাতার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ন্যাশনাল মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে ক্ষতিকর সামাজিক রীতি নীতি ও শিশুবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরির জন্য রেড়িও ও টিভিতে প্রচারণা;
- শিশুবান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন;
- দূর্যোগের সময় শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিশু সুরক্ষা ক্লাস্টার সদস্যের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতা তৈরি;
- কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিশুদের অবস্থা এবং তাদের ঝুঁকির মাত্রা পরীবীক্ষণ করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং প্রকল্প কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করা;
- শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠায় কারিগরী সহায়তা প্রদান।

৯. প্রকল্পের লক্ষমাত্রাঃ

- ৫ মিলিয়ন (Head Counting) শিশু, কিশোর-কিশোরী, পিতামাতা, অভিভাবক, এবং কমিউনিটির মানুষদের শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ২৫ মিলিয়ন (Service Counting) সেবা প্রদান করা;
- বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে ৫টি করে সর্বমোট ২৫০০টি শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাব স্থাপন ও পরিচালনা;
- রাস্তায় ও যৌনপল্লীতে বসবাসরত শিশুদের জন্য ২২ টি বিশেষ হাব পরিচালনা করা
- কমিউনিটিতে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ১০,০০০ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক তৈরি।
- শিশু সুরক্ষা বিষয়ে ১০০০ জন সরকারী কর্মকর্তা দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- ৫০০০ বাল্যবিয়ে বন্ধ করা;
- ৫০০০ জন শিশুকে শিশুশ্রম হতে মুক্ত করা;
- ৫০,০০০ শিশুকে Referral linkage এর আওতায় নিয়ে প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করা;
- ৩০০,০০০০ জন পিতামাতা এবং অভিভাবকগণকে Parenting Education বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

CamScanner

শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাব

PVHP প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল উপজেলায় (৪৯৫) এবং ১২ টি সিটি কর্পোরেশনে সর্বমোট ২৫০০ টি শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাব (Child Protection Community Hub -CPCH) স্থাপন ও পরিচালনা করা হবে। CPCH হলো কমিউনিটি কর্তৃক বিনা ভাড়ায় প্রদত্ত একটি নিরাপদ স্থান যেখানে শিশু ও কিশোর-কিশোরীগণ আনন্দদায়ক পরিবেশে জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা লাভ করে। হাব গুলো কমিউনিটিতে শিশু সুরক্ষা সেবা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
হাব গুলো সপ্তাহে ৫ দিন (রবি ও সোমবার বন্ধ) সকাল ৯.০০ টা হতে ৫ টা পযন্ত সেবা প্রদান করে। পরিচালনার জন্য ২ জন কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর (৩০ উর্ধ মহিলা) এবং ২ জন পিয়ার লিডার (অনুর্ধ ১৯ বছরের কিশোর - কিশোরী) নিযুক্ত থাকে। হাব হবে নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করা হয়।

সিপিসিএইচ (CPCH)- হতে প্রদত্ত প্রধান সেবা গুলো হলোঃ

- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুশ্রম রোধ সহ বিভিন্ন ক্ষতিকর আচরণ ও শিশু ও নারীদের প্রতি সংঘটিত সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেশন পরিচালনা করা ও ক্যাম্পেইন চালানো।
- **রেফারেল সেবা:** শিশু ও পরিবারকে প্রয়োজন হলে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার (হাসপাতাল, স্কুল, আইনি সহায়তা, জন্মনিবন্ধন এবং সোশ্যাল ওয়ার্কার) সংযোগ স্থাপন করে দেয়া।
- **মানসিক সহায়তা ও খেলাধুলা:** ইনডোর-আউটডোর খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিশুদের জন্য নিরাপদে খেলাধুলার সুযোগ তৈরি এবং প্রাথমিক মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান।
- **পরিবারকে সহায়তা:** বাবা-মায়েদের জন্য সহজ প্যারেন্টিং সেশন আয়োজন করা এবং সন্তানদের প্রতি ইতিবাচক আচরণ শেখানো।
- **কিশোর-কিশোরীদের জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান :** কিশোর-কিশোরীদের জন্য উপযোগী বিভিন্ন মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- **কমিউনিটি মোবিলাইজ করা:** কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে শিশু সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান (১৬ দিনের অ্যাকটিভিজম, কন্যাশিশু দিবস, জাতীয় শিশু দিবস প্রভৃতি) আয়োজন করা।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি:** সোশ্যাল ওয়ার্কার, সরকারি কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের মান আরও ভালো করা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ

প্রকল্প অফিস
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, দোয়েল চত্বর সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
pvhp.mowca@gmail.com
ফোনঃ +৮৮০২৪১০৫৩৯৩৩৭

বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় ৯১৮ টি শিশু সুরক্ষা কমিউনিটি হাব উল্লেখিত সেবা প্রদান করছে। হাবগুলির অবস্থান নিম্নে দেয়া হলো

CamScanner